নতুন চাঁদ

(বিভিন্ন দেশে চাঁদ উদয়ের তারতম্যের সমাধান)

'আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس ...... والحج

الهلال

নতুন চাঁদ

(বিভিন্ন দেশে চাঁদ উদয়ের তারতম্যের সমাধান)

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিবেদন

প্রশংসা জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক মহান ও মহীয়ান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নিবেদিত। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি আর তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। হিদায়াতের একমাত্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

২০০১ সালে ১৩ জুন আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.) ইন্তেকাল করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দীনী ইল্‌ম চর্চায় একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা কর।"

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪ ঃ ৪১)

নতুন চাঁদ পুস্তিকাটি আব্বা মরহুমের জীবনের প্রথম পুস্তিকা। আনুমানিক ৫০ বছর পূর্বে পি.এন. চ্যাটার্জি কর্তৃক প্যারাডাইস প্রেস- ১০ নং স্যান্ডেল স্ট্রীট, কলিকাতা হতে মুদ্রিত হয়।

সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২০০৫ সালে পুস্তিকাটি পুনরায় প্রকাশ হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে এজন্য কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করছি।

বর্তমান সময়ে পুস্তিকাটি সমাজে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে। আর প্রধানতঃ বাংলাদেশে এ বিষয়ে তেমন কোন গ্রন্থ বা পুস্তক নেই বললেই চলে। আর মুসলিমদের মধ্যে একশ্রেণী সাউদী আরবের চাঁদ দেখার

সাথে একাত্ম হয়ে সিয়াম ও ঈদ উদ্‌যাপন করে। কিন্তু এ বিষয়টি কতটুকু ইসলামী শরীয়াতে ন্যায়ভিত্তিক তা বিশ্লেষণ অপরিহার্য। একশ্রেণী পুরো বিষয়টি অনুধাবন না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদর্শিত 'আমল ও আহকাম হতে বিপরীতমুখী নীতি অবলম্বন করছে।

ইদানিং পত্র-পত্রিকায় ও দূরদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশে দেখা যায় যে, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা ও চট্টগ্রাম এমনকি ঢাকা'র কিছু এলাকায় কিছু কিছু মানুষ সিয়াম ও ঈদ উৎসব নিজ দেশে চাঁদ না দেখা সত্ত্বেও উদ্‌যাপন করে থাকে।

সুদৃঢ়, সঠিক ও মজবুত ভিত্তির উপর গড়ে উঠে সমুন্নত সৌধ। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা এবং ছদ্মবেশধারী মুনাফিকরা ইসলামের মূল ভিত্তি আকীদাকে ধ্বংস করতে যুগে যুগে তৎপর। নানাভাবে তারা ইসলামের মধ্যে অনৈসলামী আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং তাদের সে প্রয়াস এখনও অব্যাহত।

তাই এ প্রসঙ্গে প্রকৃত সত্যটুকু সমাজের হিতার্থেই তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট হয়েছি। যাতে মুসলিম সমাজ সঠিক ও সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান লাভ এবং প্রকৃত ইনসাফকে অনুধাবন করতে পারে। আর তাদের 'আমলসমূহ বাতিল হতে অব্যাহতি পেতে পারে। প্রকৃত ইসলামের বাস্তবায়ন ও পালনের মধ্যেই রয়েছে মুসলিম জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও সাফল্য। আল্লাহ আমাদের 'হক' দীনের প্রতি সুদৃঢ় রাখুন।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে 'হক' দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। একমাত্র তোমার কাছেই ক্ষমা চাই। আর প্রত্যাবর্তন তো তোমার কাছেই।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি বিস্মৃত হই বা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে পাকড়াও করো না।

হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই যে আমাদের একমাত্র অভিভাবক। আর কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করো। আমীন!

ডিসেম্বর- ২০০৫ ঈসায়ী

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
উপ-রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নতুন চাঁদ

(১)

মহান ও মহীয়ান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জীবের একমাত্র স্রষ্টা তাদের কল্যাণের জন্য চাঁদ সূর্য তারকারাজিসমূহ সৃজন করেছেন। চাঁদের ছোট বড় ভাব দর্শনের পর দুর্বল মানব মনে অনুসন্ধিৎসু হয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করায় রাব্বুল 'আলামীন তাঁর শেষবাণী যা কুরআন মাজীদের মাধ্যমে মানব জাতিকে অবহিত করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

"লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'তা মানুষ এবং হাজ্জের জন্য সময়-নির্দেশক।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ১৮৯)

অতএব মানব সম্প্রদায় তাদের সাংসারিক ও উপাসনা কার্যাদির সময় চন্দ্র দ্বারা ঠিক করবে (অর্থাৎ রোযা, ঈদ ও হাজ্জ ইত্যাদি)। (তাফসীর ইবনে কাসীর ও ফাতহুল কাদীর)

উক্ত আয়াতে প্রমাণিত যে, চাঁদের মাধ্যমে সময় নির্ধারিত হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

﴿هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ﴾

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার।

আল্লাহ এটা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৫)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অন্যত্র আরও বলেন ঃ

﴿وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا﴾

"আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন, রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ১২)

উপরোল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে এ বিষয়ে অনুধাবন করা যায়, সূর্যের দ্বারা ইহা সাফল্যমণ্ডিত ও পরিপূর্ণ নয়।

ভারতের মুসলিম গুরু দিল্লীর রত্ন মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) বলেন ঃ

والشهر برؤية الهلال الى رؤية الهلال لانه هو شهر العرب وليس حسابهم على الشهرالشمسية. (حجة الله البالغة ٢٩ جـ ٢)

নতুন চাঁদ দেখা হতে আর এক চাঁদ দেখা পর্যন্ত মাস (পূর্ণ হয়) যেহেতু ইহাই আরববাসীদের মাস এবং তাদের হিসাব সূর্যের মাসের উপর নয়।

বিশিষ্ট ভৌগলিক বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম মুসলিম জাতির গৌরব ইমাম ফাখ্‌রুদ্দীন রা-যী (রহ.) বলেন ঃ

وذاك لان وقت الصوم لا يعرف الا بالاهلة قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران وقال عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.

(চাঁদের মাধ্যমেই সময় নির্ধারিত হবে) যেহেতু রোযার সময় নতুন চাঁদ ব্যতীত তা জানা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, রামাযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ কর।

(তাফসীর কাবীর ২য় খণ্ড ঃ ১৪৪ পৃঃ)

অতএব মাস ও সময়ের গণনা চাঁদের মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে নির্ধারিত হবে।

(২)
(চাঁদের মাস ২৯ ও ৩০ হওয়া)

عن ابن عمر رضـ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى قد جعل الاهلة مواقيت فاذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا واعلموا ان الشهر لا يزيد على ثلاثين. (رواه الحاكم فى مستدركه صـ ٤٢٣ جـ ٢ والبيهقى فى سننه)

সাহাবী ইবনে উমার (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করছেন যে, স্বয়ং নাবী ﷺ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা চাঁদকে সময় পরিবর্তনের নিদর্শন বানিয়েছেন, অতএব যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন রোযা ও ঈদ করবে এবং জেনে রাখ যে, মাস ত্রিশ দিনের বেশী হবে না। (সহীহ মুস্তাদ্রাক হাকিম ২য় খণ্ড, ৪২৩ পৃঃ)

অতএব শা'বান ও রামাযান ও জ্বিলকাদের ২৯শে চাঁদ দেখা আবশ্যক। যদি ২৯ দিবাগততে নতুন চাঁদ দেখা যায় তবে সেই অনুযায়ী রোযা ও ঈদ হবে। আর যদি চাঁদ হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ধূলা-ময়লা বা মেঘের কারণে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয় তবে ত্রিশের হিসাব পূর্ণ করতে হবে। (বুখারী ১ম খণ্ড ঃ ২৩১ পৃঃ)

আর যদি শা'বানের ত্রিশদিন পূর্ণ করে রোযা আরম্ভ করে আর রামাযানের ২৮ দিবাগততে চাঁদ দেখা যায়, তবে সে স্থলে ঈদ বাদই একটি রোযা ক্বাযা করতে হবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় তারীখে বর্ণনা করেছেন ঃ

عن الوليد بن عتبة قال صمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يوما فامرنا بقضاء يوم - التاريخ الكبير صـ ٣٥٢ صـ ١ قسم ٢

ওয়ালিদ ইবনে উত্বা বলেন যে, আমরা আলী (রাযি.)-এর যুগে ২৮টি রোযা রেখেছিলাম, অতঃপর আলী (রাযি.) আমাদেরকে একটি রোযা ক্বাযার আদেশ দিলেন। (আত্তারীখুল কাবীর ১ম খণ্ড ঃ ২য় ভাগ ঃ ৩৫২ পৃঃ)

উক্ত রিওয়ায়াত হতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ২৮ রোযা অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ মাস ২৯ বা ৩০।

সহীহুল বুখারীতে আনাস ও উম্মে সালামাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত।

ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما

মাস ২৯ হয়, বুখারী..... ইবনে উমার ও আবূ হুরায়রাহ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين

মাস ২৯ ও ৩০শে হয়– (নাসায়ী ১ম খণ্ড ঃ ৩০২ পৃঃ)। ইবনে মাসঊদ ও আয়িশা (রাযি.) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لما صمنا مع النبى صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين

নিশ্চয় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ৩০ এর চেয়ে ২৯-এ বেশী রোযা রাখতাম। (আবূ দাঊদ আওনূল মা'বুদসহ ২য় খণ্ড ঃ ২৬৮ পৃঃ)

ইমাম বাইহাকী (রহ.) বলেন ঃ

باب الشهر يكون تسعا وعشرين فيكمل صيامهم

অতঃপর যে মাস ২৯শে হয় তাদের রোযা এতেই পূর্ণ হয়।

(বাইহাকী ৪র্থ খণ্ড ঃ ২৫০ পৃঃ)

এ অধ্যায়ে আয়িশা ও ইবনে মাসঊদ (রাযি.) হতে উপরোল্লিখিত রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন। ফলকথা ২৯ বা ৩০ রোযা ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক ভাবে পরিপূর্ণ। এ কথা সকল মহলে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

(৩)

(পঞ্জিকা ও মুহাম্মাদীয় ধর্ম)

পঞ্জিকা অর্থাৎ জ্যোতিষীগণের হিসাব নেয়া হবে কি না এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন ঃ

باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب

নাবী ﷺ-এর বাণী আমরা 'লিখি না' এবং 'হিসাব করি না' বিষয়ক অধ্যায়।

এখানে তারিখ লিখে রাখা পঞ্জিকার মত এবং সেই গণনার লিখিত তারিখকে গণ্য করা উভয় বস্তু শরীয়াত বহির্ভূত এবং অগ্রহণীয়।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ও ইমাম নবাবী (রহ.) বলেন ঃ

المراد بالحساب هنا حساب المنجمين

এখানে হিসাব অর্থে জ্যোতিষীদের হিসাব। (ফতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড ঃ ৯০ পৃঃ, নবাবী ১ম খণ্ড)

হানাফী মাযহাবের ফিকাহর বিখ্যাত কিতাব মাজমাউল আন্‌হুর শার্‌হে মুন্‌তাকাল্‌ আবহুর ১ম খণ্ড ঃ ২৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ ঃ

و فى القهستانى : ان ما قال أهل التنجيم غير معتبر فمن قال انه يرجع فى ذلك فقد خالف الشرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او منجما فصدقه بما قال فهو كافر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هـ

ফাতওয়া কুহেস্তানীর মধ্যে নিশ্চয় নজ্জুমী অর্থে জ্যোতিষীগণ (চাঁদ সম্বন্ধে যে সংবাদ) যা বলে তা মানার যোগ্য নয়। অতঃপর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য গণক বা জ্যোতিষীদের নিকট গেল এবং তাদের বক্তব্য বিশ্বাস করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করল। উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ আছে ঃ

وايضا فان الاقاليم على رايهم مختلفة ويصح ان يرى فى اقليم دون آخر فيودى ذلك الى اختلاف الصوم عند اهله الى قوله والشهر على مذهب الجمهور مقطوع به لقوله الشهر تسع وعشرون فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فالتسع وعشرون مقطوع بها وان غم كمل ثلاثين وهى غاية هـ

পুনঃ নিশ্চয় ভৌগলিক ও জ্যোতিষীদের মতে বিভিন্ন প্রদেশ আছে এবং তাদের নিকট এক দেশ ছাড়া আর এক দেশে চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হয়, অতএব তাদের মতেই রোযার বিষয়ে মতভেদ হওয়া বুঝা যাচ্ছে। অথচ মাস যা প্রসিদ্ধ মুসলিমগণের নিকট নিশ্চিতরূপে ২৯ বা ৩০। এ স্থলে এদের হিসাব নিতে গেলে

ইসলামে মাসের যে সংখ্যা গণনা সম্বন্ধে আইন নির্ধারিত আছে তা ছিন্ন হয়ে যায়, ইসলামী হিসাবের নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই ধর্মীয় নেতাগণ এদের হিসাবকে বর্জন করেছেন, দুর্‌রে মুখ্‌তার গ্রন্থকার বলেন যে,

ای فی وجوب الصوم علی الناس بل فی المعراج لا یعتبر قولهم بالاجماع وقال ابن العابدین وقد صرحت ائمة المذاهب الاربعة بان الصحیح انه لاعبرة بقول المنجمین وقال فی الردة ارباب التقاویم من انواع الکاهن لا دعائهم العلم بالحوادث الکائنات.

মি'রাজের রোযা অপরিহার্য, এমন কথা যারা বলে ইজমা দ্বারা তাদের মত প্রত্যাখাত হয়েছে। অতএব চার মাযহাবের ইমামদের নিকট জ্যোতিষীদের হিসাব অগ্রহণীয় ইমাম ইবনে হাজার আস্‌কালানী (রহ.) উদ্ধৃত করেছেন যে, রাফেজী দল ব্যতীত পঞ্জিকার কথা কোন মুসলিমের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তা সম্পূর্ণ বাতিল মাযহাব বিশেষভাবে শরী'আত এ বিষয় হতে নিষেধ করেছেন।
(ফাত্‌হুল বারী ৪র্থ খণ্ড ঃ ৯০ পৃঃ)

অতএব, মুহাম্মাদী শরী'আত অনুসারীগণ! এদের কথা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ পালন করে আপন ধর্ম ও ইসলামী বিধান নষ্ট করবেন না।

(৪)

সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে

باب بیان ان لکل بلد رؤیتهم وانهم اذا راوا الهلال ببلد لا یثبت حکمه لما بعد عنهم

অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের জন্য চাঁদ দেখা জরুরী, আর যখন মুসলিমগণ এক দেশে চাঁদ দেখবে তা হতে দূর দেশের জন্য সে হুকুম সাব্যস্ত হবে না।

উক্ত অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস (রাযি.) হাদীস বর্ণনা করছেন ঃ

عن کریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الی معاویة بالشام فقدمت الشام فقضیت حاجتها واستهل علی رمضان وانا بالشام فرایت الهلال لیلة

الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى عبد لله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رايناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت اولا تكتفى برؤية معاوية صيامه فقال "لا" هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

কুরাইব তাবেঈ বলছেন, যে হারিসের কন্যা (লুবা-বা) তাকে শাম প্রদেশে সম্রাট মুআবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি শামে এসে তাঁর প্রয়োজন সমাপন করলাম এবং আমার শামে থাকা অবস্থায় রামাযানের নতুন চাঁদ উদয় হল এবং আমি বৃহস্পতিবারের দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখলাম, তারপর মাদীনা আসলাম; অতঃপর আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা (রামাযানের) চাঁদ কবে দেখেছ, আমি বললাম, জুমুআ রাত্রিতে; পুনরায় বললেন যে, তুমি নিজে দেখেছ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেও দেখেছে এবং মুআবিয়া ও শামবাসীরা রোযা রেখেছেন। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বললেন, আমরা কিন্তু শুক্রবারের দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি, অতএব আমরা রোযা রাখতেই থাকব। ৩০-এ পর্যন্ত কিংবা ৩০শের পূর্বে ২৯শে চাঁদ দেখা পর্যন্ত। আমি বললাম, আপনি কি মুআবিয়ার চাঁদ দেখা ও তাঁর রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করেন না? অর্থাৎ তাঁর ও শামবাসীর চাঁদ দেখে রোযা রাখার উপর নির্ভর করতঃ রোযা ও ঈদ করবেন না? **ইবনে আব্বাস বললেন, না; এটাই আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিয়েছেন যে আমরা আপন দেশের লোকের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করব; অন্যান্য দূর দেশবাসীদের চাঁদ দেখাকে আমরা যথেষ্ট মান্য করব না।**

যেমন শাইখ আবুল হাসান সিন্ধি হানাফী নাসায়ীর টীকায় বলেন ঃ

امرنا ان نعتمد على رؤية اهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرنا

আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে দেশবাসীদের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করতে এবং অন্যান্য দেশবাসীর চাঁদ দেখার উপর নির্ভর না করা।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড ঃ ৩০১ পৃঃ)

খতীবে হিন্দ শাইখ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদী উক্ত হাদীসের সারমর্মে এ বিষয়ে বলেন ঃ

شام کے چاند کا اعتبار حجاز میں نہیں کیا جاتا اسي کو فرمان رسول صلى الله عليه وسلم اور شریعت کا مسئله بتلایا جاتا ہے !

অর্থাৎ শামবাসীদের চাঁদ দেখা হিজাযবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ এবং শরী'আতের বিধান।

নাসায়ী উক্ত হাদীসকে এরূপভাবে বর্ণনা করেন ঃ

اختلاف اهل الافاق فى الرؤية

চাঁদ দেখার বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মতভেদ হওয়া–

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন ঃ

باب اذا رأي الهلال فى بلد قبل آخرين بليلة

অর্থাৎ যখন এক দেশে অন্য দেশের এক রাত্রি পূর্বের চাঁদ দেখা যায়। আওনুল মা'বূদ গ্রন্থকার বলেন ঃ

وجه الاحتجاج به أن إبن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وقال فى آخر الحديث هكذا أمرنا فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد آخر. (أبو داؤد مع عون المعبود ص ٢٧١ جـ ٢)

এ দ্বারা এরূপে প্রমাণ হচ্ছে যে, ইবনে আব্বাস (রাযি.) শ্যামবাসীদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী 'আমল করলেন না এবং হাদীসের শেষে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপই আদেশ দিয়েছেন।

অতএব এ কথাটি প্রমাণ হয় যে, এক দেশের চাঁদ আর এক দেশের জন্য যথেষ্ট হয় না। এ বিষয় তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে প্রমাণ পেয়েছেন এবং তা-ই তিনি লক্ষ্য করতঃ এ কথা বললেন। (আওনুল মা'বূদ ২য় খণ্ড ঃ ২৭১ পৃঃ)

জগদ্বিখ্যাত হাদীসের কিতাব জামে আত্-তিরমিযীর লেখক ইমাম আবূ ঈসা (রহ.) বলেন ঃ (باب ماجاء لكل أهل بلد رؤيتهم)

প্রত্যেক দেশবাসীদের (ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার) জন্য চাঁদ দেখা বিষয়টি উক্ত অধ্যায়ে উপরোল্লিখিত ইবনে আব্বাস (রাযি.) হাদীস বর্ণনা করার পর বলছেন ঃ

والعمل على هذا أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم

এই হাদীসের প্রতি বিদ্বানগণের 'আমল আছে যে, **আপন আপন দেশে চাঁদ দেখার পর রোযা ও ঈদ করা উচিত।** (অতএব এক দেশে চাঁদ দেখা আর এক দেশের জন্য যথেষ্ট নয়)। (তিরমিযী ১ম খণ্ড ঃ ৯১ পৃঃ)

পঞ্চম শতকের স্বনামখ্যাত ইমাম মুজতাহিদ হাফিয ইবনে আবদুল বার (রহ.) বলেন ঃ

أجـمـعـوا على أن لا تراعى الرؤية فـيـمـا بعـد من البـلاد كـخـراسـان والاندلس. (فتح البارى صـ ٩٠ جـ ٤)

(পঞ্চম শতকের পূর্বের) মুসলিম মনীষীগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, **এক দেশের চাঁদের উদয় তা হতে দূর দেশেরও জন্য সর্বব্যাপী হবে না যেমন খোরাসান ও স্পেন।**

এ বিষয়ে মুসলিমগণের সর্ববাদী সম্মত ঐক্য আছে। অতএব বোম্বাই করাচী দিল্লী ঢাকা কলিকাতা এসব অঞ্চলের চাঁদ এক অপরের জন্য সর্বব্যাপীভাবে হিসাবে নির্ভর করা হবে না, বরং ইমাম নাবাবী (রহ.) বলেন ঃ

والصـحـيـح عند أصـحـابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قـرب على مسافة لا تقصر فيها الصلوة

আমাদের শাফিঈদের নিকট এটাই ঠিক ও খাঁটি মাযহাব যে, এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়।

কোন এক দেশের অধিবাসী যদি এমন দূরত্ব অতিক্রম করেন যাতে নামায কসর করতে হয়। এমন দূরত্বে যে, নিজ এলাকার চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে।

এখানে কতকগুলো লোক যাঁদের হাদীসের প্রতি 'আমল করতে ইচ্ছা নয় তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা কর। যে কোন স্থানে একজন চাঁদ দেখলেই সকল মুসলিমকে মান্য করতঃ 'আমল করতে হবে। আর ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর শামবাসীদের চাঁদ দেখা অমান্য করা এজন্য ছিল যে, সংবাদ দাতা কুরাইব একাকী বলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি তা নয় বরং এজন্য যে, এক দেশের চাঁদ আর এক দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রথম কথা (যে কোন এক স্থানে কোন মুসলিম চাঁদ দেখলে সকলকে সেই অনুযায়ী 'আমল করতে হবে) যদি মান্য করা যায় তবে

যাবতীয় হাদীস ও সাহাবা তাবেঈনও মুসলিমদের ঐকমত্যকে ছিন্ন করে এক নতুন ধর্ম গঠন করতে হয়।

পুনঃ এ কথা কেউই তা মানতে স্বীকার করবেন না। এটা বিগাড়জনিত ব্যক্তির বিলাপ তা বলাই বাহুল্য, যেমন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হিজায, নাজ্‌দ, মিসর, ফিলিস্তিন অঞ্চলে রামাযানের চাঁদ দেখা যায় রবিবার সন্ধ্যায়, সোমবার প্রথম রোযা হয়, ভারতে কোন কোন স্থানে মঙ্গলবারে, দিল্লী ও পাঞ্জাবে বুধবারে প্রথম রোযা হয়। এতে দিল্লী ও পাঞ্জাববাসীকে একটি রোযা কাযা করতে হবে কি? যদি দিল্লী ও পাঞ্জাববাসীগণ মাক্কাবাসীদের অনুযায়ী রোযা করে তো নিশ্চয় ৩১টি হবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। যেমন মাক্কার সংবাদপত্র 'উম্মুল কুরা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঃ

وقد ثبتت رؤية الهلال فى هذه المملكة ليلة الاثنين الماضى (فثبت) الصيام ابتدآء من يوم الاثنين الماضى أن الصيام فى مصر وفلسطين كان ابتداء من يوم الاثنين طبقا. (ام القرى ٢٨ اكتوبر ١٩٣٨ ع)

মাওলানা শিব্বীর আহমাদ দেওবন্দী হানাফী বলেন ঃ

نعم ينبغى أن يعتبر إختلا فها أن لزم منه التفاوت بين البلدتين باكثر من يوم واحد لان النصوص مصرحة بان الشهر تسعة وعشرين او ثلاثين فلا تقبل الشهادة ولا يعمل بها فيما دو ن اقل العدد ولا فى ازيد من اكثر! (فتح الملهم)

হাঁ! এক দেশের চাঁদ দেখা আর এক দেশের জন্য যদি একদিনের অধিক পার্থক্য হয় তবে সে মতভেদকে মান্য করা উচিত যেহেতু শরী'আতের আইন প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত যে, **মাস ২৯ বা ৩০ হয়; অতএব এই সংখ্যার কম বা বেশী সাব্যস্ত হলে সে সাক্ষী কবুল করা যাবে না বা তার প্রতি 'আমল করা চলবে না।** (ফতহুল মুলহিম ৩য় খণ্ড ঃ ১১৩ পৃঃ)

অতএব দিল্লী ও পাঞ্জাববাসীগণ মাক্কার সংবাদ অনুযায়ী 'আমল করলে শা'বান ২৮ রামাযান ৩১ হওয়াই স্বাভাবিক এবং এটা গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফী মাযহাবের মশহুর ফাতওয়ার কিতাব জাওয়াহিরুল ফাতওয়ার লিখক আল্লামা রুক্‌নুদ্দীন কেরেমানী হানাফী বলেন ঃ

لو صـام اهل بلدة تسـعـة وعـشـريـن يومـا واهل بلدة ثلاثين وان كـان يختلف المطالع لايلزم أحدهما حكم الاخر. (جواهر للفتاوى الباب الثانى من كتاب الصوم)

যদি এক দেশবাসী ২৯টি রোযা রাখে আর এক দেশবাসী ৩০টি রাখে এবং যদি উভয় স্থলের মধ্যে উদয় অস্তের ব্যবধান হয় তবে উভয়কে একে অপরের হুকুমমানা জরুরী হবে না। উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখিত আছে ঃ

اهل بلد عيدوا يوم الا ثنين واهل بلد اخر عيدوا يوم الثلثاء لا يجب عليهم قضاء يوم. (هـ جواهر الفتاوى فى الباب الخامس)

এক দেশে সোমবার ঈদ হয়, আর অন্য দেশে মঙ্গলবারে হয়। তবে সোমবার ঈদকারীদের উপর এক দিনের রোযা কাযা জরুরী হবে না। খাতীবে হিন্দ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহাম্মাদী স্বীয় পত্রিকায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

ফলকথা এ বিষয়ে হাদীস ও সাহাবা কেরামের ফায়সালা এই যে, চাঁদের উদয়ের মতভেদকে গ্রহণযোগ্য করতঃ প্রত্যেক স্থানের চাঁদ কেবল তাদেরই জন্য হবে। তা সর্বব্যাপী হবে না বরং এর পরিপন্থী এবং তা দলীলের পরিপন্থী।

অতএব যে সব স্থানে চাঁদ উদয় হয়নি তাদের রোযার আদেশ দেয়া কেবল এজন্য যে, অন্য দূর জায়গায় চাঁদ দেখা হয়েছে বলে, অথচ আবার তা সম্পূর্ণ ভুল ও হাদীসের বিপরীত।

মুর্শিদাবাদের অন্যতম আলিম মাওলানা আব্বাস আলী সাহেব স্বীয় পুস্তক নূরুল ঈমান-এর মধ্যে বলছেন। এক মুলুকের চাঁদ অন্যের তরে তো কাফী না হবে দেখাশুনা সকলেতে॥ আগা পিছা হয় উঠা কারণে দূরের। না হবে একে দেখা কাফী অপরের॥ আর এক সাথে উঠে যে সব দেশেতে। হবে সবার কাফী দেখলে একেতে॥

দ্বিতীয় কথা ছিল যে, চাঁদ দেখা সংবাদদাতা কুরাইব একাকী বলে ইবনে আব্বাস (রাযি.) তার সাক্ষী গ্রহণ করেননি। বরং উত্তর একবারেই বাতিল দাবী। ইবনে আব্বাস (রাযি.) রোযার চাঁদ দর্শনে একজনের সাক্ষী গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। (দেখুন- আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)

شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

এক ব্যক্তি কর্তৃক রামাযানের নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য ধর্তব্য।

قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان

এক ব্যক্তি কর্তৃক রামাযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

স্বয়ং তার নিজের ফাতওয়া একজনের সাক্ষী চাঁদ দেখা যথেষ্ট যথার্থই।
(দারাকুতনী গ্রন্থের ২২৭ পৃঃ দেখুন)

তাই আল্লামা মারদেনী (রহ.) ব্যাপকভাবে বলেছেন ঃ

قول ابن عباس «لا» حين قال له كريب اولا تكتفى برؤية معاوية يبعد هذا الاحتمال الجوهر النقى

কুরাইব যখন আব্বাস (রাযি.)-কে বললেন, মু'আবিয়া (রাযি.)-এর চাঁদ দেখা কি যথেষ্ট হবে না? ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর 'না' বলা-ই শুধু কুরাইব (রাযি.)-এর এককভাবে চাঁদ দেখার বিষয়টিকে যথার্থ নয়– এ কথাই সংশয়মুক্তভাবে প্রকাশ করে।

টেলিগ্রাম এবং রেডিওতে রোযা ও ঈদের চাঁদ অর্থাৎ তার ও বেতারের দ্বারা যে সব সংবাদ চাঁদ সম্বন্ধে পাওয়া যায় তা গ্রহণ অগ্রহণ সম্বন্ধে মুহাম্মাদীয় ধর্ম বিষয়ের খবরগুলি গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্বন্ধে কতকগুলো আলোচনা আছে।

প্রথম কথা তার ও বেতারের দ্বারা চাঁদের সংবাদকে খবর কিংবা সাক্ষী বলে গ্রহণ করা হবে? যদি খবর বলে মান্য করা যায় তবে মুহাম্মাদীয় শরী'আতে অজানা লোকের খবরকে বিশ্বাস করা এবং তা শরী'আতের বিধান হিসাবে পালন করা মুহাম্মাদীয় আইন বিরুদ্ধ দীনী মুহাম্মাদীয় বিপরীত সিদ্ধান্ত।

হাফিয ইবনে কাসীর বলেন ঃ

فا ما المبهم الذى لم يسم اوسمى ولم تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته احد علمائنا (الباعث الحثيث ص ٣٠)

যে সংবাদের মধ্যে সংবাদদাতার নাম নেয়া হয় না কিংবা নাম বলা হলেও মানুষটির পরিচয় যথার্থ হয় না এরূপ ব্যক্তির দ্বারা পরিবেশিত খবর কোন বিশ্বাসযোগ্য আলিম বিশ্বাস করেছেন বলে আমরা জানি না।
(আল্‌বাইসুল হাসিস ৩০ পৃঃ)

ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।